দানিয়েলের পুস্তক - নম্বর দুইশ

ভবিষ্যদ্বাণীর উন্মোচন: দ্বিতীয় সমাবেশ এবং অ্যাডভেন্টিস্ট অন্ত্যকালতত্ত্বে এর তাৎপর্য

Jeff Pippenger

2024-05-05

আমরা সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল বিবেচনা করছি, যা দ্বিতীয় সমাবেশ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং যা নবী যিশাইয়া, এবং পরে সিস্টার হোয়াইট, দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে।

> আর সেই দিনে ইশাইয়ের শিকড় থাকবে, যে জনগণের জন্য নিশানস্বরূপ দাঁড়াবে; তার কাছে অন্যজাতিরা শরণাপন্ন হবে; আর তার বিশ্রামস্থল হবে মহিমাময়। আর সেই দিন এমন হবে যে, প্রভু আবার দ্বিতীয়বার তাঁর হাত প্রসারিত করবেন তাঁর লোকদের অবশিষ্টদের উদ্ধার করতে—যারা অবশিষ্ট থাকবে—অশূর থেকে, মিশর থেকে, পাথরোস থেকে, কূশ থেকে, এলাম থেকে, শিনার থেকে, হামাথ থেকে, এবং সমুদ্রের দ্বীপগুলি থেকে। তিনি জাতিসমূহের জন্য একটি নিশান স্থাপন করবেন, এবং ইস্রায়েলের বিতাড়িতদের সমবেত করবেন, এবং পৃথিবীর চার প্রান্ত থেকে যিহূদার বিক্ষিপ্তদের একত্র করবেন। এফ্রয়িমের ঈর্ষাও দূর হবে, এবং যিহূদার শত্রুরা উচ্ছিন্ন হবে; এফ্রয়িম আর যিহূদাকে ঈর্ষা করবে না, এবং যিহূদা এফ্রয়িমকে উৎপীড়ন করবে না। ইশাইয়া ১১:১০–১৩।

যখন ঈশ্বরের অন্তিম দিনের লোকেরা দ্বিতীয়বার সংগৃহীত হবে, তখন সেই শিষ্যদের মধ্যে এক ঐক্য দেখা দেবে, যা পেন্তেকোস্তের পূর্ববর্তী দশ দিনে প্রতীকায়িত হয়েছিল; এবং যিশাইয় যাকে এভাবে উল্লেখ করেন: “ইফ্রাইমের হিংসা দূর হবে, যিহূদার শত্রুগণ নাশ হবে; ইফ্রাইম আর যিহূদার প্রতি হিংসা করবে না, আর যিহূদা ইফ্রাইমকে আর উৎপীড়ন করবে না।”

> ঈশ্বরের লোকদের উপর পরীক্ষাসমূহ আসবে এবং আগাছাগুলো গম থেকে পৃথক করা হবে। কিন্তু এফ্রয়িম আর যিহূদাকে ঈর্ষা করুক না, এবং যিহূদা আর এফ্রয়িমকে উত্ত্যক্ত করবে না। পবিত্রিকৃত হৃদয় ও ওষ্ঠ থেকে সদয়, কোমল, করুণাময় বাক্য প্রবাহিত হবে। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া অপরিহার্য, এবং আমরা যদি সবাই খ্রিস্টের নম্রতা ও বিনয় সন্ধান করি, তবে আমরা খ্রিস্টের মন লাভ করব, এবং আত্মার ঐক্য থাকবে। Review and Herald, March 19, 1895.

খ্রিষ্ট যখন দ্বিতীয়বার এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে একত্র করেন, তখন তিনি যে কাজ সম্পন্ন করেন তার একটি দিক হলো ঐক্যসাধন। সে ঐক্যটি পেন্টেকোস্টের আগের দশ দিন এবং এক্সেটার ক্যাম্প মিটিংয়ের ছয় দিনে প্রতিফলিত হয়েছিল, এবং ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৩ সালের মধ্যে তা সম্পন্ন হতে পারত, যদি যারা ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবরের মহা নিরাশা অভিজ্ঞতা করেছিলেন, তারা পথ হারিয়ে না ফেলতেন।

> কিন্তু হতাশার পর যে সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার সময় এল, তাতে অনেকে অ্যাডভেন্টিস্ট বিশ্বাসী তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করল। বিভেদ ও বিভাজন দেখা দিল... ফলে কাজ ব্যাহত হলো, এবং পৃথিবী অন্ধকারে পড়ে রইল। যদি সমগ্র অ্যাডভেন্টিস্ট সম্প্রদায় ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ ও যিশুর বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতো, তাহলে আমাদের ইতিহাস কতটাই না ভিন্ন হতো!

> এভাবে খ্রিস্টের আগমন বিলম্বিত হওয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল না। ঈশ্বর এমন পরিকল্পনা করেননি যে তাঁর জাতি, ইস্রায়েল, চল্লিশ বছর ধরে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াবে। তিনি তাদেরকে সরাসরি কানান দেশে নিয়ে যাওয়ার এবং সেখানে তাদেরকে এক পবিত্র, সুস্থ, সুখী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু যাদের কাছে প্রথমে এটি প্রচার করা হয়েছিল, তারা 'অবিশ্বাসের কারণে' (হিব্রীয় ৩:১৯) প্রবেশ করল না। তাদের হৃদয় অসন্তোষ, বিদ্রোহ ও ঘৃণায় পূর্ণ ছিল, এবং তিনি তাদের সঙ্গে তাঁর চুক্তি পালন করতে পারেননি।
>
> চল্লিশ বছর ধরে অবিশ্বাস, অসন্তোষ ও বিদ্রোহ প্রাচীন ইস্রায়েলের কানানের দেশে প্রবেশ রুদ্ধ করেছিল। একই পাপ আধুনিক ইস্রায়েলের স্বর্গীয় কানানে প্রবেশ বিলম্বিত করছে। কোনো ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিগুলিতে ত্রুটি ছিল না। প্রভুর বলে নিজেদের পরিচয় দেওয়া লোকদের মধ্যে অবিশ্বাস, জাগতিকতা, সমর্পণের অভাব ও কলহই আমাদের এত বছর ধরে পাপ ও দুঃখের এই পৃথিবীতে ধরে রেখেছে। নির্বাচিত বার্তাসমূহ, বই ১, ৬৮, ৬৯।

দ্বিতীয় স্বর্গদূতের অবতরণ প্রথম হতাশায় ঘটে যাওয়া এক বিচ্ছুরণকে চিহ্নিত করেছিল, যা প্রতীক্ষার সময়ের সূচনা করেছিল, এবং তারপর তা এক্সেটার ক্যাম্প মিটিংয়ে ছয় দিনের একটি সময়কালে নিয়ে যায়, যেখানে বার্তা সম্পর্কে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সভার সমাপনীতে মধ্যরাতের আহ্বানের বার্তায় পবিত্র আত্মার বর্ষণ নেমে আসার আগেই।

১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর তৃতীয় স্বর্গদূতের অবতরণ মহা নিরাশার সময় এক বিচ্ছুরণকে চিহ্নিত করেছিল, এবং অতিপবিত্র স্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত সত্যগুলো ঈশ্বরের জনগণের কাছে উন্মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে এক শিক্ষা-পরিবর্তন সূচনা করেছিল। ১৮৪৯ সালের মধ্যে প্রভু দ্বিতীয়বারের মতো তাঁর জনগণকে একত্র করতে তাঁর হাত প্রসারিত করছিলেন, এবং ১৮৫১ সালের মধ্যে ১৮৫০ সালের চার্টটি উপস্থাপিত হচ্ছিল। ওই চার্টটি ভিত্তিমূল বার্তার প্রতিনিধিত্ব করেছিল, এবং সেই একই বার্তা ছিল যা বিশ্বের সামনে এক পতাকা হিসেবে উত্তোলন করার কথা ছিল।

খ্রিস্ট কর্তৃক শিষ্যদের দ্বিতীয়বার সমবেতকরণ তাঁর অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল, এবং এক্সেটারের লোকদের সমবেতকরণ শুরু হয়েছিল অপেক্ষার সময়কালে। ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহের ইতিহাসে, দ্বিতীয়বারের সমবেতকরণ শুরু হয়েছিল অন্তত পাঁচ বছর পরে, সেই শিক্ষামূলক প্রক্রিয়ার মধ্যে, যা ১৮৪৪ সালে পবিত্রস্থানের আলো উন্মোচিত হওয়ার সঙ্গে শুরু হয়েছিল। ১৮৪৮ সালে ইসলাম তখন জাতিসমূহকে ক্রুদ্ধ করছিল। দ্বিতীয় সমবেতকরণকে একটি ক্রমান্বয়ী কাজ হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা সম্পন্ন হয় পেন্টেকস্টের পূর্ববর্তী দশ দিনের আগমনের মাধ্যমে এবং এক্সেটার ক্যাম্প মিটিংয়ের ছয় দিনের মাধ্যমেও, এবং যা ১৮৫৬ সালের মধ্যেই সম্পূর্ণ হওয়া উচিত ছিল।

তাঁর জনগণকে দ্বিতীয়বার একত্র করার কাজই তৃতীয় স্বর্গদূতের সমাপনী কাজ, এবং এটি খ্রিস্টের হাতেই সম্পন্ন হয়।

> আর যখন বিশ্রামের দিন এল, তিনি উপাসনালয়ে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন; আর অনেকেই তাঁর কথা শুনে বিস্মিত হয়ে বলল, এই লোকের এসব কোথা থেকে এসেছে? আর এ কী প্রজ্ঞা, যা তাঁকে দেওয়া হয়েছে, যে তাঁর হাত দিয়ে এমন বড় বড় কাজও সাধিত হচ্ছে? মার্ক ৬:২।

দ্বিতীয় প্রতীক অবতরণ করলে যে বিচ্ছুরণ ঘটে, তা একটি পরীক্ষার প্রক্রিয়ার সূচনা করে, যা শেষে পর্যন্ত উপাসকদের দুটি শ্রেণিকে প্রকাশ করে এবং তদ্দ্বারা মন্দিরকে পরিশুদ্ধ করে।

> যাঁর হাতে ঝাড়ার কাঁটা আছে, তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজের খলিহান পরিষ্কার করবেন এবং নিজের গম গোলায় সংগ্রহ করবেন; কিন্তু তুষ তিনি অনির্বাপ্য অগ্নিতে পুড়িয়ে ফেলবেন। মথি ৩:১২।

সেই সময়ে ঈশ্বরের লোকদের স্বর্গদূতের হাত থেকে বার্তাটি নিয়ে তা খেতে হবে।

> আমি আরেকজন পরাক্রান্ত স্বর্গদূতকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখলাম, তিনি মেঘে আবৃত; তার মাথার উপর ইন্দ্রধনু ছিল, তার মুখ যেন সূর্যের মতো, এবং তার পা দুটি অগ্নিস্তম্ভের মতো। আর তার হাতে একটি খোলা ছোট পুস্তিকা ছিল; তিনি তাঁর ডান পা সমুদ্রের ওপর এবং বাম পা স্থলের ওপর রাখলেন। প্রকাশিত বাক্য ১০:১, ২।

১৮৪৪ সালের ১৯ এপ্রিল দ্বিতীয় স্বর্গদূতের আগমনের সময়, ঈশ্বরের লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের নবম অধ্যায়ের পনেরো পদের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে তারা প্রথমে একত্রিত হয়েছিল, কিন্তু প্রভু চার্টের কয়েকটি সংখ্যার হিসাবের একটি ভুলের উপর তাঁর হাত ঢেকে রেখেছিলেন।

> "আমি দেখেছি যে ১৮৪৩ সালের চার্টটি প্রভুর হাত দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, এবং সেটি পরিবর্তন করা উচিত নয়; সংখ্যাগুলি যেমন তিনি চিহ্নিত করেছিলেন তেমনই ছিল; তাঁর হাত তার উপরে ছিল এবং কিছু সংখ্যার মধ্যে একটি ভুল গোপন রেখেছিল, যাতে তাঁর হাত অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ তা দেখতে না পারে।" Early Writings, 74.

তাঁর হাত সরিয়ে নেওয়াই স্যামুয়েল স্নোকে বিলম্বিত সেই দর্শনের জন্য সঠিক তারিখ চিহ্নিত করতে সক্ষম করেছিল।

> সেসব বিশ্বস্ত, হতাশ লোকেরা, যারা বুঝতে পারেনি না কেন তাঁদের প্রভু আসেননি, তাঁদের অন্ধকারে ফেলে রাখা হয়নি। আবার তাঁদের বাইবেল খুলে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কালগুলো অনুসন্ধান করতে পরিচালিত করা হলো। হিসাবের ওপর থেকে প্রভুর হাত সরিয়ে নেওয়া হলো, এবং ভুলটির ব্যাখ্যা দেওয়া হলো। তাঁরা দেখলেন যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল 1844 সাল পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং 1843 সালে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল সমাপ্ত হয়েছে—এটা দেখাতে যে একই প্রমাণ তাঁরা উপস্থাপন করেছিলেন, সেটাই প্রমাণ করল যে সেগুলো 1844 সালে সমাপ্ত হবে। Early Writings, 237.

প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাসে খ্রিস্টের হাতের সঙ্গে সম্পর্কিত এক ধারাবাহিক মাইলফলক রয়েছে। ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট এবং ১৮৪৪ সালের ১৯ এপ্রিল যখন তিনি অবতরণ করেছিলেন, তাঁর হাতে একটি বার্তা ছিল। ১৮৪২ সালের মে মাসে ১৮৪৩ সালের চার্টের প্রস্তুতি ও প্রকাশনা পরিচালিত করেছিল তাঁর হাতই। চার্টের সংখ্যাগুলোর মধ্যে থাকা একটি ভুলকে তাঁর হাতই সিলমোহর করে রেখেছিল। সেই প্রথম হতাশার ছত্রভঙ্গের পর, খ্রিস্টের হাতের কারণেই যিরমিয়াহ একা বসেছিলেন। তারপর তিনি তাঁর হাত সরিয়ে নিলেন, এবং এভাবে মধ্যরাতের আহ্বানের বার্তাটি উন্মোচিত হলো। তাঁর লোকদেরকে দ্বিতীয়বার একত্রিত করার জন্য তিনি যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই কার্যটি প্রথম হতাশা থেকে এক্সেটার ক্যাম্প মিটিং পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছিল, যেমন পবিত্র আত্মার বর্ষণ ঘটার আগে

শিষ্যরা যিরুশালেমে দশ দিন একত্রে সমবেত ছিলেন। ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমনের সময় প্রভু তাঁর হাত তুলে ধরলেন।

> আর যে দূতকে আমি সমুদ্রের উপর ও পৃথিবীর উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, সে স্বর্গের দিকে আপন হাত উত্তোলন করিল, এবং যিনি যুগে যুগে জীবন্ত, যিনি স্বর্গ ও তদস্থিত সমস্ত বস্তু, পৃথিবী ও তদস্থিত সমস্ত বস্তু, এবং সমুদ্র ও তদস্থিত সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার নামে শপথ করিয়া বলিল, আর বিলম্ব হইবে না। প্রকাশিত বাক্য 10:5, 6.

১৮৪০ সালের ১১ আগস্টের প্রথম সমাবেশ থেকে ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর পর্যন্ত, প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাস খ্রিষ্টের হাতে চিহ্নিত হয়েছে। ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর তৃতীয় স্বর্গদূত অবতীর্ণ হল এবং মহা হতাশায় মিলারাইটদের ছোট্ট পাল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। সেই দিনে খ্রিষ্ট স্বর্গের দিকে তাঁর হাত উত্তোলন করে শপথ করলেন যে সময় আর থাকবে না।

১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩-এর ইতিহাসে দ্বিতীয় সমবেতকরণ শুরু হয়েছিল খ্রীষ্ট তাঁর হাত উত্তোলন করে, সেই হাতেই খাওয়ার জন্য একটি বার্তা ধরে রেখে। এরপর ১৮৪৯ সালে, তিনি তাঁর ছত্রভঙ্গ জনগণকে সমবেত করতে দ্বিতীয়বার তাঁর হাত প্রসারিত করলেন। ওই লোকেরা মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তায় সমবেত হয়েছিল, এবং পূর্বাভাসিত ঘটনাটি না ঘটায় তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। এক্সেটারের ক্যাম্প-সভায় খ্রীষ্ট তাঁর পালকে সমবেত করলেন এবং বার্তার ভিত্তিতে তাদের ঐক্যবদ্ধ করলেন, যেমন তিনি পেন্টেকস্টের পূর্ববর্তী দশ দিনে করেছিলেন। ফিলাডেলফীয় মিলারাইটরা এক্সেটারের ক্যাম্প-সভা ছেড়ে পেন্টেকস্টের পুনরাবৃত্তি করেছিল। ১৮৫৬ সালে, যে আন্দোলনটি লাওদিকিয়ায় রূপান্তরিত হয়েছিল, তার বাইরে খ্রীষ্ট অবস্থান করছিলেন; কারণ লাওদিকিয়ানের হৃদয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে খ্রীষ্ট কড়া নাড়েন, প্রবেশের সন্ধান করেন।

> দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ছি: যদি কেউ আমার কণ্ঠস্বর শুনে এবং দরজা খোলে, আমি তার কাছে ঢুকব এবং তার সঙ্গে ভোজন করব, আর সেও আমার সঙ্গে। প্রকাশিত বাক্য ৩:২০।

১৮৫৬ সালে, লাওদিকীয় মিলারাইট আন্দোলনের দরজায় খ্রিস্টের হাত কড়া নাড়ছিল, কিন্তু কোনো ফল হলো না। ১৮৪৯ সালে, সাত বছর আগে, তিনি তাঁর লোকদের দ্বিতীয়বার একত্রিত করা শুরু করেছিলেন, কিন্তু সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা ফিলাডেলফিয়ান আন্দোলনকে থামিয়ে দিয়েছিল।

> "১৮৪৪ সালের মহা হতাশার পর যদি অ্যাডভেন্টিস্টরা তাদের বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতেন এবং ঈশ্বরের উন্মোচিত পথনির্দেশে ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হতেন—তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা গ্রহণ করে পবিত্র আত্মার শক্তিতে তা সারা বিশ্বে ঘোষণা করতেন—তাহলে তারা ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখতেন; প্রভু তাদের প্রচেষ্টার সঙ্গে মহাশক্তিতে কাজ করতেন; কাজটি সম্পন্ন হতো; এবং খ্রিস্ট তাঁর লোকদের তাদের পুরস্কার গ্রহণ করানোর জন্য এতদিনে এসে যেতেন। কিন্তু সেই হতাশার পর যে সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার সময় এল, তাতে বহু অ্যাডভেন্টিস্ট বিশ্বাসী তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন... ফলে কাজ ব্যাহত হলো, এবং পৃথিবী অন্ধকারে রয়ে গেল। যদি সমগ্র অ্যাডভেন্টিস্ট সম্প্রদায় ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ ও যিশুর বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ হতো, আমাদের ইতিহাস কতই না ভিন্ন হতো!" ইভানজেলিজম, ৬৯৫।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বের খ্রিস্ট তাঁর শেষ দিনের লোকদের একত্র করছিলেন, যারা পরে ২০২০ সালের ১৮ জুলাই বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বের যারা একত্রিত হয়েছিল, তারা খ্রিস্টের হাত থেকে গুপ্ত পুস্তকটি নিয়ে তা খেয়েছিল। ২০২০ সালের ১৮ জুলাই তারা তাঁর উত্তোলিত হাত দ্বারা প্রতীকায়িত আদেশটি প্রত্যাখ্যান করেছিল, যা নির্দেশ করেছিল যে "সময় আর থাকবে না"।

ফিলাডেলফীয় মিলারাইটরা ১৮৪৩ সালের তাদের ভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে কোনো বিদ্রোহ দেখায়নি, কারণ প্রভু যে যতোটা আলো প্রকাশ করেছিলেন, তারা তার সব অনুযায়ীই কাজ করেছিল; কিন্তু ২০২০ সালের ১৮ জুলাই তৃতীয় দেবদূতের আন্দোলনের লাওদিকীয়রা তাঁর হাতের সঙ্গে সম্পর্কিত আলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ১৮৪৪ সালের পর, প্রথম দেবদূতের ফিলাডেলফীয় আন্দোলন “সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার সময়ে” “তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করল,” এবং লাওদিকীয় হয়ে গেল।

১৮৫৬ সেই পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা শেষ দিনগুলির ঈশ্বরের লোকদের জন্য এক পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণের প্রতীকস্বরূপ।

১৮৪৯ থেকে ১৮৫৬ সালের মধ্যবর্তী সাত বছরের কোনো এক সময়ে ফিলাডেলফিয়ান মিলেরাইট আন্দোলন প্রভুর সেই হাতকে প্রতিরোধ করেছিল, যা তাঁর লোকদের দ্বিতীয়বার সমবেত করতে প্রসারিত হচ্ছিল, এবং প্রতিশ্রুতি ছিল যে তখন তিনি অতীতে যা করেছিলেন তার চেয়ে আরও বেশি করবেন।

> ২৩শে সেপ্টেম্বের, প্রভু আমাকে দেখালেন যে তিনি তাঁর লোকদের অবশিষ্টাংশকে পুনরুদ্ধার করার জন্য দ্বিতীয়বার তাঁর হাত প্রসারিত করছেন, এবং এই সমবেত হওয়ার সময়ে প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করা আবশ্যক। বিচ্ছুরণের সময় ইস্রায়েল আঘাতপ্রাপ্ত ও বিদীর্ণ ছিল; কিন্তু এখন সমবেত হওয়ার সময়ে ঈশ্বর তাঁর জনগণকে সুস্থ করবেন ও বেঁধে দেবেন। বিচ্ছুরণের সময় সত্য প্রচারের জন্য যে চেষ্টা করা হয়েছিল তার খুব সামান্যই প্রভাব পড়েছিল, অতি সামান্য বা কিছুই সম্পন্ন হয়নি; কিন্তু সমবেত হওয়ার সময়ে, যখন ঈশ্বর তাঁর লোকদের সমবেত করতে তাঁর হাত বাড়িয়েছেন, তখন সত্য প্রচারের প্রচেষ্টা তাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ফল দেবে। সকলেরই কাজে ঐক্যবদ্ধ ও উৎসাহী হওয়া উচিত। আমি দেখলাম যে এখন আমরা যখন সমবেত হচ্ছি, তখন আমাদেরকে পরিচালনা করার উদাহরণ হিসেবে কেউ যদি বিচ্ছুরণের সময়কে উল্লেখ করে, তা লজ্জার বিষয়; কারণ ঈশ্বর যদি এখন আমাদের জন্য ততটাই করেন যতটা তিনি তখন করেছিলেন, তবে ইস্রায়েল কোনোদিনই সমবেত হতো না। যেমন সত্যটি প্রচার করা প্রয়োজন, তেমনি একটি পত্রিকায় তা প্রকাশিত হওয়াও সমানভাবে প্রয়োজনীয়। রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ১ নভেম্বের, ১৮৫০।

স্পষ্টতই, প্রভু তাঁর কাজকে ঐক্যের মধ্যে এগিয়ে নিতে চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু ঐক্যটি স্পষ্টতই ভেঙে পড়েছিল, এবং ‘হতাশার পরবর্তী সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার সময়কালে বহু অ্যাডভেন্টিস্ট বিশ্বাসী তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।’ The Present Truth (পরবর্তীতে Review and Herald) ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত হতে শুরু করে, এবং ১৮৫১ সালের মধ্যে ১৮৫০ সালের চার্টটি উপলভ্য ছিল, কিন্তু ১৮৫৬ সালের মধ্যে লেবীয় পুস্তক ছাব্বিশ অধ্যায়ের ‘সাত গুণ’ বার্তাটি অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর যে বার্তাটি উন্মোচিত হয়েছিল, সেই উন্মোচনটি ঘটেছিল তখন, যখন ২৩০০ বছর এবং ২৫২০ বছরের সময়-ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর পরিসমাপ্তি ঘটে।

সেই সময়ে সাবাথ ছিল এমন এক শিক্ষা, যা অন্যান্য শিক্ষার ঊর্ধ্বে দীপ্যমান ছিল, এবং বারো বছর ধরে এক পরীক্ষার প্রক্রিয়া চলতে থাকল, যতক্ষণ না ১৮৫৬ সালে চূড়ান্ত পরীক্ষা এসে পৌঁছাল। সে পরীক্ষা ছিল ভূমির জন্য সাবাথ-বিশ্রাম সম্পর্কে, এবং এটি মানুষের জন্য সাবাথ-বিশ্রাম দিয়ে শুরু হওয়া পরীক্ষার প্রক্রিয়ার সমাপ্তি চিহ্নিত করেছিল। এই পরীক্ষাকাল আলফা ও ওমেগার স্বাক্ষর বহন করেছিল। ১৮৫৬ সালও মিলার আবিষ্কৃত প্রথম ভিত্তিগত সত্য সম্পর্কে জ্ঞানের বৃদ্ধিকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল, তাই ঐ স্তরেও এটি আলফা ও ওমেগার স্বাক্ষর ধারণ করেছিল। ঈশ্বরের পবিত্রকৃত জনগণের চিহ্ন হিসেবে সাবাথের সত্যকে সপ্তম তূর্যধ্বনি ধ্বননের রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছিল, যখন বিশ্বাসীর মধ্যে খ্রিষ্টের রহস্য—মহিমার আশা—পূর্ণ হয়। ‘সাত সময়’কে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল প্রায়শ্চিত্তের দিনে বাজানোর জন্য নির্ধারিত যুবিলির তূর্য দ্বারা।

১৮৫৬ থেকে ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত সাত বছর শিষ্যদের জন্য জেরুসালেমে দশ দিনকে এবং ফিলাডেলফিয়ান মিলারাইটদের জন্য এক্সেটার ক্যাম্প মিটিংয়ের ছয় দিনকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল; কিন্তু দুঃখজনকভাবে, সেই সময়কালটি তাঁদের উদাহরণে পরিণত হয়েছিল যারা প্রভুকে অনুসরণ করতে অস্বীকার করেছিল, যখন তিনি তাঁদেরকে পরিবর্তনকালের মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতদের ইতিহাস, যা সাতটি বজ্রধ্বনির ঐতিহাসিক পর্ব, দেখায় যে ১৮৪৪ সালের ১৯ এপ্রিল থেকে প্রভু তাঁর জনগণকে দ্বিতীয়বার সমবেত করতে হাত প্রসারিত করেছিলেন, এবং এটি একটি আনুগত্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়াও তুলে ধরে, কারণ জ্ঞানীরা খ্রিস্টকে অনুসরণ করে অতি পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেছিল।

প্রথম কাদেশের ইতিহাস, যা ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত তৃতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাস, দেখায় যে প্রভু তাঁর লোকদের দ্বিতীয়বার সমবেত করতে আবারও তাঁর হাত প্রসারিত করেছিলেন, কিন্তু সেই ইতিহাসে বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছিল। এখন, ২০২৩ সালের জুলাই মাস থেকে তৃতীয়বারের মতো, প্রভু আবারও তাঁর লোকদের দ্বিতীয়বার সমবেত করার জন্য তাঁর হাত প্রসারিত করছেন, এবং তারা বাধ্যপরায়ণ ফিলাডেলফীয় হিসেবে দ্বিতীয় কাদেশের পরিপূর্ণতা সাধন করবে; কারণ সত্যের স্বাক্ষর তিনি সময়কে এমনভাবে চিহ্নিত করে যে শুরু ও শেষে বাধ্যপরায়ণ ফিলাডেলফীয়দের প্রতিনিধিত্ব করে, আর মধ্যবর্তী উদাহরণটি অবাধ্য লাওদিকীয়দের।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> মণ্ডলীগুলি কি লাওদিকিয়ার বার্তায় কর্ণপাত করবে? তারা কি অনুতাপ করবে, নাকি সত্যের অত্যন্ত গুরুগম্ভীর বার্তা—তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা—বিশ্বব্যাপী ঘোষিত হচ্ছে সত্ত্বেও পাপে চলতেই থাকবে? এটি করুণার শেষ বার্তা, পতিত বিশ্বের প্রতি শেষ সতর্কবার্তা। যদি ঈশ্বরের মণ্ডলী কুসুমগরম হয়ে যায়, তবে তা ঈশ্বরের অনুগ্রহে আর থাকে না; যেমন সেইসব মণ্ডলীও নেই যাদের পতিত বলে চিত্রিত করা হয়েছে এবং যারা দুষ্টাত্মাদের বাসস্থান, প্রত্যেক অপবিত্র আত্মার আশ্রয়স্থল, এবং প্রত্যেক অপবিত্র ও ঘৃণ্য পাখির খাঁচা হয়ে উঠেছে। যারা সত্য শোনার ও গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছে এবং যারা সপ্তম-দিন অ্যাডভেন্টিস্ট মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেদেরকে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনকারী জনগণ বলে, তবু যাদের মধ্যে নামমাত্র মণ্ডলীদের চেয়ে কোনো বাড়তি প্রাণশক্তিও ঈশ্বরের প্রতি নিবেদন নেই, তারা ঈশ্বরের আইনের বিরোধিতা করা মণ্ডলীদের মতোই ঈশ্বরের মহামারীগুলির শাস্তি পাবে। কেবলমাত্র যারা সত্যের মাধ্যমে পবিত্র হয়েছে তারাই সেই রাজকীয় পরিবারের অংশ হবে স্বর্গীয় বাসভবনসমূহে, যেগুলো প্রস্তুত করতে খ্রিস্ট গেছেন তাঁদের জন্য যারা তাঁকে

ভালোবাসে এবং তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করে।

"'যে বলে, "আমি তাঁকে চিনি," আর তাঁর আদেশগুলো পালন করে না, সে মিথ্যাবাদী, এবং তার মধ্যে সত্য নেই' [১ যোহন ২:৪]। এটি তাদের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে, যারা ঈশ্বরের জ্ঞান থাকার দাবি করে এবং তাঁর আদেশ পালন করার কথা বলে, কিন্তু সৎকর্মের মাধ্যমে তা প্রমাণ করে না। তারা তাদের কাজ অনুযায়ীই ফল পাবে। 'যে কেউ তাঁর মধ্যে স্থির থাকে, সে পাপ করে না; যে পাপ করে, সে তাঁকে দেখেনি, তাঁকে জানেও না' [১ যোহন ৩:৬]। এটি সকল গির্জার সদস্যদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট গির্জার সদস্যদেরও অন্তর্ভুক্ত করে। 'হে প্রিয় শিশুগণ, কেউ যেন তোমাদের প্রতারণা না করে: যে ন্যায়কর্ম করে, সে ধার্মিক, যেমন তিনি ধার্মিক। যে পাপ করে, সে শয়তানের; কারণ শয়তান প্রথম থেকেই পাপ করে আসছে। এই উদ্দেশ্যেই ঈশ্বরের পুত্র প্রকাশিত হলেন, যেন তিনি শয়তানের কার্যগুলি ধ্বংস করেন। যে কেউ ঈশ্বরের কাছ থেকে জন্মেছে, সে পাপ করে না; কারণ তাঁর বীজ তার মধ্যে থাকে, এবং সে পাপ করতে পারে না, কারণ সে ঈশ্বরের কাছ থেকে জন্মেছে। এই বিষয়েই ঈশ্বরের সন্তানরা ও শয়তানের সন্তানরা প্রকাশিত হয়: যে ন্যায়কর্ম করে না, সে ঈশ্বরের নয়, আর যে তার ভাইকে ভালবাসে না, সেও নয়' [১ যোহন ৩:৭-১০]।"

যারা নিজেদেরকে বিশ্রামদিন পালনকারী অ্যাডভেন্টিস্ট বলে দাবি করে, অথচ পাপে চলতে থাকে, তারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী। তাদের পাপপূর্ণ পথচলা ঈশ্বরের কাজের বিরোধিতা করছে। তারা অন্যদেরও পাপের পথে টেনে নিচ্ছে। আমাদের গির্জাগুলির প্রত্যেক সদস্যের জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে এই বাক্য আসে, 'আর তোমাদের পায়ের জন্য সরল পথ তৈরি কর, যাতে যা খোঁড়া আছে তা পথ থেকে ছিটকে না যায়; বরং তা যেন সুস্থ হয়। সকল মানুষের সঙ্গে শান্তির অনুসরণ কর, এবং পবিত্রতারও; যা ব্যতীত কেউই প্রভুকে দেখতে পাবে না। সতর্ক দৃষ্টি রাখো, যেন কেউ ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত না হয়; কোনো তিক্ততার শিকড় যেন গজিয়ে উঠে তোমাদের বিরক্ত না করে, এবং এর দ্বারা অনেকেই অপবিত্র না হয়; যেন তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যভিচারী বা অধার্মিক ব্যক্তি না থাকে, যেমন এসাও, যে এক বেলা খাদ্যের জন্য তার জ্যেষ্ঠাধিকার বেচে দিয়েছিল। কারণ তোমরা জানো, পরে যখন সে আশীর্বাদ উত্তরাধিকার হিসেবে পেতে চাইল, তখন তাকে প্রত্যাখ্যাত করা হয়েছিল; কারণ সে অনুতাপের কোনো সুযোগ পেল না, যদিও সে অশ্রুসহকারে তা যত্নসহকারে খুঁজেছিল' [ইব্রীয় ১২:১৩-১৭].

যারা সত্যকে বিশ্বাস করে বলে দাবি করে, তাদের অনেকের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। তাদের লালসামূলক অভ্যাস ত্যাগ করার বদলে, তারা শয়তানের প্রতারণাময় কপট তর্কের অধীনে ভুল শিক্ষার ধারায় এগিয়ে যায়। পাপকে পাপ হিসেবে চিহ্নিতই করা হয় না। তাদের বিবেকই অপবিত্র, তাদের হৃদয় দূষিত, এমনকি তাদের চিন্তাগুলোও নিরন্তর কলুষিত। শয়তান তাদেরকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে আত্মাগুলিকে এমন অপবিত্র আচরণের দিকে প্রলুব্ধ করতে, যা সমগ্র সত্তাকে অপবিত্র করে। "যে কেউ মোশির আইন [যা ছিল ঈশ্বরের আইন] তুচ্ছজ্ঞান করেছিল, দুই বা তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্যে কোনো দয়া না পেয়েই মৃত্যুবরণ করেছিল: তোমরা মনে করো, তার চেয়ে কত কঠোর শাস্তির যোগ্য গণ্য হবে সে, যে ঈশ্বরের পুত্রকে পদদলিত করেছে, এবং সেই চুক্তির রক্তকে—যার দ্বারা সে পবিত্রীকৃত হয়েছিল—অপবিত্র জিনিস হিসেবে গণ্য করেছে, এবং অনুগ্রহের আত্মাকে অপমান করেছে? কারণ আমরা তাঁকে চিনি যিনি বলেছেন, 'প্রতিশোধ আমার; আমি প্রতিদান দেব,' প্রভু বলেন। আর আবার, 'প্রভু তাঁর জাতিকে বিচার করবেন।' জীবন্ত ঈশ্বরের হাতে পড়া ভয়ঙ্কর বিষয়" [হিব্রু ১০:২৮-৩১]। ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, খণ্ড ১৯, ১৭৬, ১৭৭।